গাংনীতে অবৈধ মাটি কাটার ধুম: আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলা

গাংনীতে প্রশাসনের নিষেধ অমান্য করে চলছে মাটি কাটার ধুম শিরোনামে স্থানীয় পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি গাংনী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্’র নজরে এলে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

আজ সোমবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে আদালত এই আদেশ প্রদান করেন। আদেশে গাংনী থানার এস, আই মো: শাহীন মিয়াকে তদন্তপূর্বক আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক হয়ে থাকলে তা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী একটি অপরাধ যার জন্য সর্বোচ্চ দুই বছর সাজা এবং ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান আছে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়। বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেল লাইন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা অথবা আবাসিক এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে উন্মুক্ত স্থান থেকে কোন বালু বা মাটি উত্তোলন করা নিষিদ্ধ।

এর আগে ধর্মচাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের পাশে একটি বিল যা ধর্মচাকী বিল নামে পরিচিত সেখান থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করা হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। এতে স্কুল সময়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে বিঘ্ন ঘটছে এবং খেলার মাঠের ক্ষতি হচ্ছে তথা জনভোগান্তি ও জনউপদ্রবের কারন হচ্ছে বলেও বলা হয়। এমনকি মাটি কাটার কারনে স্কুল ও খেলার মাঠ ভেঙে পড়ার আশংকার কথাও পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়ে।

জনস্বার্থ বিবেচনায় গাংনী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১)(গ) ধারা অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি আমলে নিয়ে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। আগামী ২৩ জানুয়ারি পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য করেছেন আদালত।

মেহেরপুরের দুইটি মডেল মসজিদের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে দুটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর ইসলামীক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিউজা উজ জান্নাহ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আনিসুজ্জামান ও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান মালেক।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায়ি এবং বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব

মেহেরপুরে কয়েকদিনের বৈরী আবহাওয়ার কারণে আশংকাজনকহারে ছড়িয়ে পড়েছে ডায়রিয়া ও স্বাসকষ্ট জনিত রোগ। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়োবৃদ্ধরা। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা। আবু জায়েদ নামের এক শিশু ডায়রিয়া

ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ডায়রিয়া রোগিদের জন্য খাবার স্যালাইন সংকট না থাকলেও রয়েছে কলেরা স্যালাইন সংকট।

গত এক মাস ধরে ওষুধ সংকট থাকলেও চাহিদা অনুযায়ি হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ করা হয়নি। ফলে বাইরে থেকে রোগিদেরকে ওষুধ কিনতে হচ্ছে। প্রচণ্ড শীত ও কুয়াশার কারণে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগির সংখ্যা বেড়েছে বলে হাসপাতাল সুত্র জানিয়েছে। তবে মারা যাওয়া শিশুর পরিবার ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বলে জানালেও বিষয়টি অস্বিকার করেছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যানুযায়ি, মেহেরপুর জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ৮৮ জন শিশু বৃদ্ধ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে বহিঃবিভাগ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন আরো ২০০ জন। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৫৩জন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৯ জন ও মুজিবনগরে ৬জন ভর্তি রয়েছেন। এদের বেশির ভাগই শিশু। ভর্তিকৃত শিশুদের অধিকাংশরই বয়স পাঁচ বছরের নিচে। গত কয়েকদিন ধরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

জানাগেছে, গত শনিবার সন্ধায় অবু জায়েদ (২বছর) বয়সের এক শিশু জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আবু জায়েদ গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

মৃত আবু জায়েদের মা তামান্ন খাতুন জানান, এক সপ্তাহ আগে তার ছেলের বমি ও পাতলা পায়খানা নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। তিনদিন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ্য হয়ে উঠলে আবু জায়েদকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। দুএকদিন যাবার পরে শুক্রবার রাত থেকে আবারও পাতলা পায়খানা, বমি ও জ্বর শুরু হয়। শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। দেয়া হয় ডায়রিয়ার চিকিৎসা। অবস্থা ক্রমশ অবনতি হলে সন্ধায় তাকে রেফার্ড করা হলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক আবু জায়েদকে ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে নয়টার দিকে তার মৃত্যু হয়। শিশু মৃত্যুর বিষয়ে সিভিল সার্জন বলেন, ডায়রিয়া নিয়ে ভর্তি হলেও শিশুটি অন্যান্য সমস্যা যেমন জ্বর ও খিচুনি ছিল যার কারনে তার কনভারসেশন হয়ে মারা যেতে পারে।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, হাসপাতালের ওয়ার্ডে জায়গা নেই। রোগিদের ঠাঁই হয়েছে মেঝেতে। এদেরকে চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্স । শিশু রোগিদের আর্তচিৎকারে হাসপাতালের পরিবেশ ভারি হয়ে উঠেছে। রোগির স্বজনরা জানালেন, হাসপাতাল থেকে খাবার স্যালাইন দেয়া হলেও বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কিনতে হচ্ছে। গত দুই মাস যাবত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে কলেরা স্যালাইনের সংকট রয়েছে। বারবার চাহিদা দিলেও আজো কলেরা স্যালাইন সরবরাহ করছেন না ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এমনটি জানান স্টোর কীপার দবির উদ্দীন। তিনি আরো জানান, দুর্যোগ মোকাবেলায় ৩০০টি কলেরা স্যালাইন মজুদ ছিল জরুরী সেবার জন্য। সেগুলো ওয়ার্ডে দেয়ার পর আর কোন স্যালাইন অবশিষ্ট নেই। অল্প কিছু আছে তা অঞ্চল ভিক্তিক মহামারী মোকাবেলার জন্য রাখা হয়েছে।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি শিশু আড়পাড়া গ্রামের জান্নাতুল মাওয়ার বাবা সাবাদুল জানান, গত শনিবার ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হবার পর থেকে খাবার স্যালাইন দেয়া হয়। কিন্তু বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কিনতে হচ্ছে। এখানে ডাক্তাররা রোগিদের প্রতি যত্নবান না। তবে নার্সদের কাছ থেকে কাঙ্খীত সেবাটি পাওয়া যাচ্ছে না। একই কথা জানালেন ইসলামপুরের শামীমার বাবা শাহিন আলম। চৌগাছা গ্রামের দুই বছর বয়সি মাসুমা ভর্তি রয়েছেন দুদিন।

তার বাবা আমানুর জানান, ভর্তির পর খাবার স্যালাইন হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাসপাতালের লোকজনের দায়িত্ব শেষ। রোগির অবস্থা খারাপ হলে বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কিনতে হাতে স্লীপ ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। নার্সরা রোগির খোঁজ খবর নিলেও ডাক্তারদের দেখা মিলছে না। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের দায়িত্ব অবহেলার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

কর্তব্যরত সেবীকারা জানান, রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। খাবার স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। কলেরা স্যালাইন সরবরাহ না থাকায় রোগীদের স্বজনকে বাইরে থেকে কিনতে বলা হচ্ছে। বয়ষ্করা খাবার স্যালাইন খেতে পারছে তাই তাদের বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কেনা লাগছে না। কিন্তু শিশুরা খাবার স্যালাইন খেতে অনীহা করে । বাধ্য হয়েই কলেরা স্যালাইন কিনতে বলা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুপ্রভা রানী জানান, রোগীদের চাপ বেড়েছে। বিশেষ করে ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন ডাক্তার ও নার্সরা। স্যালাইন

সংকটের কথা স্বীকার করে তিনি জানান, কয়েকমাস যাবত কলেরা স্যালাইন সংকট রয়েছে। চাহিদা দেয়ার পরও কোন জবাব মেলেনি। তবে ডাক্তারদের অবহেলার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করে জানান, চিকিৎসক সংকটের কারণে অনেক সময় সেবা দেয়ায় বিঘ্ন ঘটে।

মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তৌফিকুর রহমান জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওষুধ সরবরাহ রয়েছে। সেবা দানে কোন সমস্যা হচ্ছে না।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী জানান, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও কুয়াশার কারণে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত খাবার ও কলেরা স্যালাইন রয়েছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কেন কলেরা স্যালাইন নেই তা দেখা হচ্ছে। রোগীদের স্বাস্থ্য সেবায় ডাক্তারদের কোন অবহেলা নেই। তবে কোথাও কোথাও ডাক্তার সংকটের কারণে সেবা দেয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে দাড়িয়েছে বলেও জানান তিনি।

গাংনী থেকে গণধর্ষণসহ পর্নোগ্রাফি মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগারাতে অভিযান চালিয়ে গণধর্ষণসহ পর্ণোগ্রাফি মামলার পলাতক আসামী মবিউল ইসলাম (১৯)কে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

রবিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে র্যাব-১২ সিরাজগঞ্জের অধিনায়ক মারুফ হোসেন পিপিএমের নির্দেশে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের একদি দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত মবিউল দৌলতপুর উপজেলার বিল বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত খেজমত আলীর ছেলে।

র্যাব জানায়, ২০২২ সালের ১১ নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩ তৎসহ ৮(১)/৮(২)/৮(৩) ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মবিউলের

বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে ভুক্তভোগী। সেই থেকে মবিউল পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারা যায় সে চেংগারাতে অবস্থান করছে। এমন খবরের ভিত্তিতে চেংগারা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মবিউলকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে যুবককে হাতুড়িপেটা

মেহেরপুরের গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিশির হোসেন(২০)নামের এক যুবককে হাতুড়িপেটা করে জখমের ঘটনা ঘটেছে।

রবিবার(১৫ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শিশির গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের দিনাউদ্দিনের ছেলে।

শিশিরের চাচা সাইদুর রহমান জানান, রফিকুল ইসলামের ছেলে আবির হোসেন মোটরসাইকেলের নাট খোলা কে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বাগবিতান্ডার। সন্ধ্যায় শিশিরকে ডেকে নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে।পরে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক জানান, কপালে হাতুড়ির আঘাতে অনেকটা ক্ষত হয়েছে ও বাম পা হাতুড়ি আঘাতে রয়েছে,উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনাটি শোনার পর পুলিশ পাঠানো হয়েছে।শিশিরের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের কোর্ট পরিদর্শককে এএসপির র্যাংক ব্যাজ প্রদান

মেহেরপুর কোর্ট পরিদর্শক গোলাম মোহাম্মদ সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি লাভ করায় তাঁকে র্যাংক ব্যাজ পরানো হয়। গতকাল রবিবার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম পিপিএম গোলাম মোহাম্মদকে র্যাংক

ব্যাজ পরিয়ে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জনাব মোঃ আজমল হোসেন।

মেহেরপুরে ১৫০পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুরে অভিযান চালিয়ে ১৫০ পিস ইয়াবাসহ ইমরান ওরফে শাকিল আহমেদ (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

গতকাল রবিবার (১৫ জানুয়ারী) দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ডিবির পরিদর্শক রত্নেস্বর কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে ডিবি একটি টিম রফিকুল ইসলামের বাড়ীর সামনে ১৫০ পিস ইয়াবাসহ তাকে আটক করা হয়। অভিযানে এসআই আশরাফুল, এসআই শাহিনুর ও এএসআই হেলাল উদ্দীনসহ সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন।

আটক শাকিল আহমেদ ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলা শহরের তিন নং ওয়ার্ডের জাবেদ আলীর ছেলে।
ডিবির ওসি সাইফুল আলম জানান, শ্যামপুর গ্রামে মাদকসহ একজন অপেক্ষা করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ইমরান ওরফে শাকিল পালানোর চেষ্টা করে। পরে তাকে আটক করা হয়।
এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা

দায়ের করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৬ জানুয়ারী) আটক ইমরানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরের দুটি মডেল মসজিদের উদ্বোধন আজ

২৭ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর জেলায় নির্মাণ করা হয়েছে ২টি দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদ। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদ হবে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি গবেষণা, ইসলামি সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলা শহরের কোর্ট এলাকায় একটি ও গাংনী উপজেলা শহরে একটির কাজ শেষ হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল দশটার সময় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে মেহেরপুর জেলার দুটিসহ সারা দেশের ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধন উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে দৃষ্টিনন্দন মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করছেন। সরকার একসঙ্গে ৫৬০টি মসজিদ নির্মাণ করছে। ৪০ শতাংশ জমির উপর জেলায় ৪ তলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩ তলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

জেলা পর্যায়ে ১৫ ও উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যায়ে এসব মডেল মসজিদ নির্মান করা হচ্ছে। প্রতিটা মসজিদে কমবেশি ১ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদগুলোতে দ্বীনি দাওয়া কার্যক্রম ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি মাদক, সন্ত্রাস, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি রোধে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। মডেল মসজিদগুলো শুধু নামাজ পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এখানে ইসলামী সংস্কৃতি

চর্চার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। মডেল মসজিদ গুলো চালু হলে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ার পাশপাশি প্রকৃত ধর্মীয় চার্চার কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এদিকে মডেল সমজিদ দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছে দর্শনার্থীরা।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন,মডেল মসজিদ নির্মাণ করায় তারা খুশি। সামাজিক অবক্ষয় ও অন্যায়-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে মসজিদগুলো সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারবে। মডেল মসজিদ চালু হলে মানুষ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ভাবে আল কোরআন

শরীফ শিখতে পারবে।
পূর্ণ অবদান রাখবে।
গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা ইলিয়াস হোসেন বলেন,দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। বেশি বেশি ধর্ম চর্চার সুযোগ পাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান এমপি। এদিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সফল করতে মেহেরপুর জেলা ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ উপস্থিত থাকবেন।

মুজিবনগরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

পৌষের শেষে এবং মাঘ মাসের শুরুতে মুজিবনগরে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। চলছে শত্য প্রবাহ বিপর্যস্ত জনজীবন। কষ্টে দিনপার করছে খেটে খাওয়া নিম্নবিত্তরা। তাদের এই কষ্ট কিছুটা লাঘব করে কিছুটা উষ্ণতা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে মেহেরপুর ১ আসনের এমপি ও

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিতরণ করছেন শীত বস্ত্র।

তারই ধারাবাহিকতায় রবিবার দুপুরে ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্স, মুজিবনগর উপজেলা শাখার আয়োজনে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি এর নিজস্ব উদ্যোগে মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্স মুজিবনগর উপজেলার সদস্যদের মাধ্যমে প্রায় ৪ শতাধিক দুস্থ অসহায় শীতার্থদের হাতে শীত নিবারণের শীত বস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর সহধর্মিনী কেন্দ্রীয় যুবমহিলা লীগের সদস্য সৈয়দা মনালিসা ইসলাম শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন।

এসব কম্বল উপজেলার ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারের সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অসহায় শীতার্থদের মাঝে বিতরণ করবেন।

শীত বস্ত্র বিতরণ উপলক্ষে মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার্স মুজিবনগর উপজেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটু সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী সহধর্মিনী কেন্দ্রীয় যুবমহিলা লীগের সদস্য সৈয়দা মনালিসা ইসলাম। ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার মুজিবনগর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মতিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্স মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবুদ্দিন আহমেদ।

এ সময় ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্স মুজিবনগর উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে

শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের আয়োজনে গরিব অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে কমিউনিটি সেন্টারে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গরিব অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন।

শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সহধর্মিনী ও বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

এছাড়াও মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।